أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/س)

www.motaher21.net

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

যদি মহান আল্লাহ্ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো।

If Allah had not resisted one group of mankind by another, the world would have collapsed.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫১

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ﵞ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا یَشَآءُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ

অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর সেই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন) ।

২৫১ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] দাঊদ (আঃ) তখন না নবী ছিলেন, না রাজা। বরং ত্বালূতের সৈন্যদলের একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। তাঁরই হাতে মহান আল্লাহ জালূতকে ধ্বংস করলেন এবং অল্প সংখ্যক ঈমানদার দ্বারা বিশাল এক জাতিকে জঘন্যভাবে পরাজিত করলেন।

[২] এর পর মহান আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-কে রাজত্বও দিলেন এবং নবুঅতও। 'হিকমত' বলতে কেউ বলেছেন, নবুঅত। কেউ বলেছেন, লোহার কারিগরী এবং কেউ বলেছেন, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়ের এমন পারদর্শিতা, যা আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত স্থানে বড় নিষ্পত্তিকর সাব্যস্ত হয়েছিল।

[৩] এখানে আল্লাহর এক নিয়মের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদল মানুষের মাধ্যমেই অপর একদল মানুষের যুলুম-অত্যাচার ও ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে থাকেন। তিনি যদি এ রকম না করে কোন একই পক্ষকে সব সময়ের জন্য ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়ে রাখতেন, তাহলে এ পৃথিবী যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কাজেই আল্লাহর এই নিয়ম বিশ্ববাসীর জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ সূরা হজ্জের ২২:৩৮ ও ২২:৪০ নং আয়াতেও এ কথা উল্লেখ করেছেন।

দাউদ আলাইহিস সালাম এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী যুবক। ঘটনাক্রমে তালুতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌঁছে ছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জবরদস্ত পাহলোয়ান জালুত (জুলিয়েট) বনী ইসরাঈলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে দাউদ (আ) নির্ভয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাঈলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তালুত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাঈলীদের শাসক। (বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ১ম সামুয়েল ১৭ ও ১৮ অধ্যায়)।

পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়ায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই কোন দল সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তখনই তিনি অন্য একটি দলের সাহায্যে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করে দেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চিরন্তনভাবে একটি জাতি ও একটি দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হতো এবং তার ক্ষমতার দাপট ও জুলুম-নির্যাতন হতো সীমাহীন ও অশেষ, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর এই রাজ্যে মহা বিপর্যয় নেমে আসতো।

যে কোন ভালো কাজের শুরুতে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু ‘আ করা উচিত

তালূতের ঈমানদার ক্ষুদ্র সেনাদলটি যখন কাফিরদের কাপুরুষ সেনাদলকে দেখলেন তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট করজোড় প্রার্থনা জানিয়ে বললেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌! আমাদের ধৈর্য ও অটলতার পাহাড়

বানিয়ে দিন এবং যুদ্ধের সময় আমাদের পাগুলো অটল ও স্থির রাখুন! যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং শত্রুদের ওপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।' তাদের এই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা মহান আল্লাহ্ কবূল করেন এবং তাদের প্রতি সাহায্য অবতীর্ণ করেন। ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের ঐ বিরাট দলটিকে তছনছ করে দেয় এবং দাঊর (আঃ) -এর হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত মারা যায়। তালূত অঙ্গীকার করেছিলেন, যদি কেউ জালূতকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং তার রাজত্বেরও অধিকারী করবেন। তালূত তার অঙ্গীকার পূরণ করেন। অবশেষে দাঊদ (আঃ) একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যান এবং বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে তাকে নাবুওয়াতও দান করা হয় এবং শামাউন (আঃ) -এর পর নবী ও বাদশাহ দু' -ই থাকেন। এখানে 'হিকমাত' এর ভাবার্থ নাবুওয়াত। মহান আল্লাহ্ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যাও শিক্ষা দেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, 'যেমন মহান আল্লাহ্ বানী ইসরাঈলকে তালূতের মতো সঠিক পরামর্শদাতা ও চিন্তাশীল বাদশাহ এবং দাঊদ (আঃ) -এর মহাবীর সেনাপতি দান করে জালূত ও তার অধীনস্থদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে যদি তিনি এক দলকে অপর দল দ্বারা অপসারিত না করতেন তাহলে অবশ্যই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا﴾

মহান আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রিষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় মহান আল্লাহ্র নাম। (২২নংসূরাহ্হাজ্জ, আয়াত নং৪০) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

.إِنَّ اللّٰهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ

'একজন সৎ ও ঈমানদারের কারণে মহান আল্লাহ্ তাঁর আশ-পাশের শত শত পরিবার হতে বিপদসমূহ দূর করে থাকেন।' (হাদীসটি য 'ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/৩৭৪/৫৭৫৩, আলকামিল-২/৩৮২, ৩৮৩, আল মাজমা 'উযযাওয়ায়িদ-৮/১৬৪, সিলসিলাতুযয 'ঈফা-৮১৫) অতঃপর বর্ণনাকারী এই আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু হাদীসটির সনদ দুর্বল। অন্য একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, মহান আল্লাহ্ একজন খাটি মুসলিমের সততার কারণে তার সন্তানদেরকে সন্তানদের সন্তানদেরকে, তার পরিবারকে এবং আশ-পাশের অধিবাসীদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন এবং তার বিদ্যমানতায় তারা সবাই মহান আল্লাহ্র হিফাযতে থাকে। (হাদীসটি য 'ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/৩৭৪/৫৭৫৪) একটি হাদীসে আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে তোমাদের মধ্যে সাত ব্যক্তি এমন থাকবে যাদের কারণে তোমাদের সাহায্য করা হবে, তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হয়। (হাদীসটি য 'ঈফ। মুসান্নাফ 'আব্দুররায্যাক-১১/২৫০/২০৪৫৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘এটা মহান আল্লাহ্র একটি নি ‘য়ামত ও অনুগ্রহ যে, তিনি এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত করে থাকেন। তিনি প্রকৃত হাকিম। তার প্রতিটি কাজ হিকমাত পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর দলীলসমূহ বান্দাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করতে রয়েছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে নবী! এই ঘটনাবলী এবং সমস্ত সত্য কথা আমি ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়েছি। তুমি আমার সত্য নবী। আমার এই কথাগুলো এবং স্বয়ং তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধেও ঐসব লোক পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে, যাদের হাতে কিতাব রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় শপথ করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেন।